দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সুজানগরে নিয়োগ নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লাপাত্তা!

■ সুজানগর (পাবনা) সংবাদদাতা

সুজানগরের দুলাই উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে উপজেলা আওয়ামী লীগের দু'পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জের ধরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। কোন প্রকার ছুটি ছাড়া প্রায় ২০ দিন তিনি কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

গত ১৪ এপ্রিল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আনছার আলী, মোশারফ হোসেন, মর্কছেদ আলী ও মতিয়ার রহমানসহ ৯জন প্রার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে স্থানীয় এমপি খন্দকার আজিজুল হক আরজু, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কাশেম উক্ত মোশারফ হোসেনকে এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ অপর এক আওয়ামী লীগ নেতা আনছার আলীকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পক্ষে মতামত দেন। এক পর্যায় পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আগে এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পাশাপাশি এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লাঞ্ছিত করে।

ফলে এমতাবস্থায় ওইদিন সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বোর্ড নিয়োগ স্থগিত ঘোষণা করেন। তবে ওইদিন নিয়োগ স্থগিত ঘোষণা করা হলেও গত ১৬ এপ্রিল নিয়োগ বোর্ড অজ্ঞাত কারণে বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদের পছন্দের প্রার্থী উক্ত আনছার আলীকে নিয়োগ প্রদান করেন। এ ঘটনা জানাজানি হলে নিয়োগ বঞ্চিত পক্ষের লোকজন নিয়োগ বোর্ডের অন্যতম সদস্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। এতে সে ভয়ে নিয়োগ দেয়ার পরের দিনই কর্মস্থল থেকে লাপাত্তা হয়ে যান। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। গত বৃহস্পতিবারও তাকে কর্মস্থলে পাওয়া যায়নি।